



## 34695 - তাওয়াফ ও সাঈ এর জন্যে কি পবিত্রতা শর্ত?

### প্রশ্ন

উমরার তাওয়াফকালে আমার ওয়ু ছুটে গেছে। আমি কি করব তা বুঝতে পারছিলাম না। আমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে ওয়ু করে এসে পুনরায় তাওয়াফ শুরু করলাম। এরপর সাফা-মারওয়া পাহাড়বয়রে মাঝে সাঈ (প্রদক্ষিণ) আদায় করলাম। আমি যা করছি সটো কি সহি? আমার কি করা উচিত ছিল?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি নতুনভাবে ওয়ু করে নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করে সঠিক কাজটি করছেন। আপনি অধিক ভাল ও অধিক সতর্কতাপূর্ণ অভ্যাসে উপর আমল করছেন। কনেনা অধিকাংশ আলমে মতানুযায়ী নামাযের ন্যায় তাওয়াফের শুদ্ধতার জন্য পবিত্রতা শর্ত। ওয়ু না করা পর্যন্ত অপবিত্র ব্যক্তির নামায যেন শুদ্ধ হয় না তমেনি তাওয়াফও।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“ইমাম আহমাদের মশহুর অভ্যাস হচ্ছিল, অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন তাওয়াফের শুদ্ধতার জন্য শর্ত। এটি ইমাম মালিকে ও ইমাম শাফেরিরও অভ্যাস।”[সমাপ্ত]

জমহুর আলমে এ অভ্যাসের পক্ষে নমিনোকৃত দলিলগুলো পেশ করেন:

১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা নামাযতুল্য; তবে তোমরা তাওয়াফের মধ্য কথায় বলতে পার।”[সুনানে তরিমযি (৯৬০), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

২। সহি বুখারী ও সহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ করতে চাইতেন তখন তিনি ওয়ু করে নতিনে।” আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ করে বলতেন: “তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের কার্যাবলি শিখি নাও।”[সহি মুসলমি (১২৯৭)][ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (১৭/২১৩-২১৪)]

৩। সহি বুখারী ও সহি মুসলমি সাব্যস্ত হয়েছে যে, আয়শো (রাঃ) যখন হায়যেগ্রস্ত হন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বলেন: “একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা কর; কিন্তু তুমি পবিত্র হওয়া অবধি তাওয়াফ করবে না।”

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: আমার একজন নকিট আত্মীয়া রমযান মাসে উমরা আদায় করছেন। তিনি যখন মসজিদে হারামে প্রবেশে করছেন তখন তিনি লিঘু অপবিত্র হয়েছেন। তার থেকে বায়ু বেরিয়েছে। কিন্তু, তিনি লিজ্জা করে তার পরিবারকে বলেননি যে, ‘আমি ওয়ু করতে চাই’। এরপর তিনি তাওয়াফ করছেন। তাওয়াফ শেষ করার পর তিনি একাকী গিয়ে ওয়ু করছেন। এরপর সাঈ আদায় করছেন। এমতাবস্থায়, তার উপর কী পশু জবাই (দম) করা কথিবা কাফ্ফারা দয়ো ওয়াজবি হবে?

জবাবে তিনি বলেন:

তার তাওয়াফ শুদ্ধ হয়নি। কনেনা নামাযের মত তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত। এখন তার কর্তব্য হচ্ছে, পুনরায় মক্কায় ফিরে গিয়ে তাওয়াফ আদায় করা। পুনরায় সাঈ আদায় করাও তার জন্যে মুস্তাহাব। কনেনা অধিকাংশ আলমে তাওয়াফের আগে সাঈ আদায় করা জায়যে মনে করেন না। এরপর সমস্ত মাথার চুল ছোট করে হালাল হবে। আর এ নারী যদি সধবা হন এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকেন তাহলে তার উপর পশু জবাই করে মক্কার দরদিরদরে মধ্যে বণ্টন করে দয়ো আবশ্যিক হবে এবং প্রথম উমরা যে মীকাত থেকে আদায় করেছে সে মীকাত থেকে নতুন একটা উমরা করা আবশ্যিক হবে। কনেনা সহবাস করার কারণে প্রথম উমরা নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা যা উল্লেখ করেছি তার উপর সটো অপরিহার্য হবে এবং প্রথম উমরা যে মীকাত থেকে আদায় করেছে সে মীকাত থেকে নতুন একটা উমরা আদায় করা আবশ্যিক হবে। সে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করুক কথিবা পরবর্তীতে তার সুযোগে মত আদায় করুক। আল্লাহই তাওফকিদাতা।[সমাপ্ত][ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (১৭/২১৪-২১৫)]

তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে: “এক ব্যক্তি তাওয়াফ শুরু করার পর তার বায়ু বেরিয়েছে; তার উপর তাওয়াফ কর্তন করা কী আবশ্যিক; নাকি সে তাওয়াফ চালিয়ে যাবে?”

জবাবে তিনি বলেন: যদি কউে তাওয়াফের মধ্যে বায়ু, পশোব, বীর্য, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে অপবিত্র হয় তাহলে সে নামাযের ন্যায় তার তাওয়াফ স্থগতি করে পবিত্রতা অর্জন করতে যাবে; এরপর নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করবে। এটাই সঠিক অভিমত; যদিও এ মাসয়ালাতে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু, তাওয়াফ ও নামাযের ক্ষেত্রে এটাই সঠিক অভিমত। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যদি তোমাদের কউে নামাযের মধ্যে নিঃশব্দে বায়ু ত্যাগ করে তাহলে সে যেনে বেরিয়ে গিয়ে ওয়ু করে আসে এবং পুনরায় নামায আদায় করে।”[সুনানে আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমা হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন। সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাওয়াফ নামাযশ্রণীয়][মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (১৭/২১৬-২১৭)]



কোন কোন আলমেরে মতে, তাওয়াফেরে জন্য পবিত্রতা শরত নয়। এটি ইমাম আবু হানফা (রহঃ) এর অভিমত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ অভিমতটিকে পছন্দ করছেন। তারা প্রথম অভিমতেরে দলিলগুলোর নমিনোক্ত জবাব দনে:

যে হাদসি বলা হয়েছে যে, “বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ নামাযতুল্য” এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী হিসাবে ‘সহিহ’ নয়; তবে এটি ইবনে আব্বাসেরে উক্তি। ইমাম নবী তার ‘আল-মাজমু’ কতিবে বলেন: বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- এটি ইবনে আব্বাসেরে উক্তি (মাওকুফ হাদসি)। বাইহাকী ও অন্যান্য হাফযে-হাদসি মুহাদ্দসি এমনটি বলছেন।[সমাপ্ত]

তারা আরও বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা: এর দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে, পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করা ওয়াজবি; বরং এর দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজি এ আমল করছেন। কিন্তু, সাহাবীদেরকে নরিদশে দেননি।

আর আয়শো (রাঃ) কে যে তিনি বলছেন, “একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা কর; কিন্তু তুমি পবিত্র হওয়া অবধি তাওয়াফ করবে না” : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো (রাঃ) তাওয়াফ করতলে বাধা দয়ার কারণ হল, আয়শো (রাঃ) হাযযেগ্রস্ত থাকা। কেননা হাযযেগ্রস্ত নারী মসজদি প্রবেশে করা নষিধে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

যারা তাওয়াফেরে জন্য পবিত্রতা শরত বলেন: মূলতঃ দলিল তাদেরে পক্ষ্যে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাওয়াফেরে জন্য ওয়ু করার নরিদশে বর্ণিত হয়নি; না সহিহ সনদে; আর না যয়ীফ (দুর্বল) সনদে। অথচ তাঁর সাথে বিশাল সংখ্যক মানুষ হজ্জ আদায় করছেন। এবং তিনি কয়কেটা উমরাও করছেন। তার সাথে অনেকে মানুষ উমরা করছে। তাই তাওয়াফেরে জন্য ওয়ু থাকা যদি ফরয হত তাহলে তিনি সাধারণভাবে সটো বর্ণনা করতনে। আর তিনি যদি বর্ণনা করতনে তাহলে মুসলমানরো তার থেকে সটো বর্ণনা করতনে; অবহলো করতনে না। কিন্তু, সহিহ হাদসি সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি যখন তাওয়াফ করছেন তখন তিনি ওয়ু করছেন। শুধু এ দলিল ওয়াজবি হওয়ার নরিদশেনা দিয়ে না। কারণ তিনি প্রত্যকে নামাযেরে জন্য তাওয়াফ করতনে। তিনি আরও বলেন: “আমি পবিত্র না হয়ে আল্লাহর যিকরি করা অপছন্দ করছি...”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/২৭৩)]

এই অভিমতটি অর্থাৎ ‘তাওয়াফেরে জন্য পবিত্রতার শরত না করা’ মজবুত হওয়া সত্ত্ববেও এবং দলিল-প্রমাণে সবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্ববেও কোন মানুষেরে পবিত্রতা ছাড়া তাওয়াফ করা উচিত নয়। কেননা পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করা উত্তম, অধিক সতর্কতাপূরণ ও দায়মুক্তির অধিক উপযুক্ত - এতে কোন সন্দেহে নই। এর উপর আমল করার মাধ্যমে ব্যক্তি জমহুর আলমেরে অভিমতেরে বিপরীত আমল করা থেকে নরিপদে থাকবে।

তবে, ওয়ু রক্ষা করতলে গিয়ে তীব্র কষ্ট-ক্লেশেরে মুখোমুখি হলে মানুষ এ অভিমতেরে উপর আমল করতলে পারে; যে পরিস্থিতি



মওসুমগুলোতে তরী হয়ে থাকে। কথিবা ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয় নতুবা বয়সবৃদ্ধ হয় যাতনে করে প্রচণ্ড ভীড়, তীব্র চলোঠলোঁ ইত্যাদি কারণে ওয়ু রাখা তার জন্য কঠনি হয়ে যায়।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) জমহুর আলমেরে দললিগুলোর জবাব দয়োর পর বলেন:

পূর্ব আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি, যে অভিমতেরে প্রতি হৃদয় প্রশান্ত হচ্চে সে অভিমতটি হচ্চে: তাওয়াফেরে জন্য লঘু অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত নয়। তবে, কোন সন্দেহে নাই যে, পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করা উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে অনুসরণেরে দকি থেকে অধিকি পরিপূর্ণ। এক্ষেত্রে জমহুর আলমেরে বরুদ্ধে গিয়ে এটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কিন্তু, কখনও কখনও ব্যক্তি শাইখুল ইসলামেরে মনোনীত অভিমতটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যমেন-তীব্র ভীড়েরে মধ্যে কটে যদি অপবিত্র হয়, সক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে, বরে হয়ে ওয়ু করে আসা তার উপর আবশ্যিক এবং বিশেষতঃ তার যদি কয়েকটি চক্কর বাকী থাকে- এতে তীব্র কষ্ট রয়েছে। আর যাতনে তীব্র কষ্ট রয়েছে এবং দললি যদি সুস্পষ্ট না হয় সক্ষেত্রে মানুষকে এমন অভিমতেরে উপর আমলে বাধ্য করা উচিত নয়। বরং আমরা সহজটির উপর আমল করব। কেননা দললি ছাড়া কষ্টকর অভিমতেরে উপর মানুষকে আমল করতে বাধ্য করা আল্লাহর বাণী “আল্লাহ্ তোমাদেরে জন্য সহজ করতে চান; কঠনি করতে চান না” এর খলিফ। [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫; আল-শারহুল মুমতী (৭/৩০০)]

পক্ষান্তরে, সাঈ এর জন্য ওয়ু শর্ত নয়। এটি চার মাযহাবেরে ইমাম আবু হানফি, মালকে, শাফয়েি ও আহমাদেরে অভিমত। বরং হায়যেগ্রসত নারীর জন্যেও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা জায়যে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়যেগ্রসত নারীকে তাওয়াফ ছাড়া অন্য কিছু হতে বাধা দেননি। আয়শো (রাঃ) হায়যেগ্রসত হলে তনিতাকে বলছেন: “একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা কর; কিন্তু তুমি পবিত্র হওয়া অবধি তাওয়াফ করবে না।” [আল-মুগনী (৫/২৪৬)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

সুতরাং কটে যদি লঘু পবিত্রতা নিয়ে সাঈ করে, কথিবা গুরু অপবিত্রতা নিয়ে সাঈ করে কথিবা ঋতুবতী নারী সাঈ করে তাহলে তা জায়যে হবে। কিন্তু, উত্তম হচ্চে পবিত্র অবস্থায় সাঈ করা। [আল-শারহুল মুমতী (৭/৩১০, ৩১১)]

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।